প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক : দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক : অধুনা
১৭/১ডি সূর্য সেন ষ্ট্রিট
কলকাতা ১২

মায়ের হাতে
বাবার স্মৃতিতে

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর, আট-ন' বছর তো হবেই, কবিতা লিখছি। সত্যিকারের কবিতা ক'টা লিখতে পেরেছি? না, এর জবাব আমি দেব না! কোথায় হে কবিবন্ধুরা, জবাব দাও। ফিল্ডে নাবিয়ে দিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা! না মশাইরা, আমি বুঝতে পারছিনা হঠাৎ আমার কবিতার বইয়ের ব্যাপারে এঁদের এত উৎসাহের কারণ! জবাব দিতে পারছেন না।

তা হ'লে বের হ'ল, সত্যি সত্যি বের হ'ল আমার প্রথম কবিতার বই। ভাবতে ফুলে-ফেঁপে ওঠে শরীর, মেরুদণ্ড ধনুকের মতো বেঁকে যায়। কবিতা লিখে আমি সম্রাট হব, কে না জানে! কিন্তু জয়শ্রী ভেংচি কাটে, কী বলবো মশাই, বিচ্ছিরি খোঁটা দেয়। বলে, 'জীবনানন্দ থেকে সুনীলগাঙ্গুলি সবতো পড়লুম, তোমরা এখনকার কবিরা কবিতায় বড্ড অসভ্য কর।' ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন মশাইরা, পাঠকসমাজ ভাবুন দিকি একবার, আপনাদের মনের কথা ওর সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা! আমিও কিন্তু আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত!

যাঁরাই লেখেন, কবিতা লেখা ব্যাপারটা যাদের আত্মায় কামকাতর রমণীর মতো জড়িয়ে আছে, তাঁরা জানেন, ভাল লেখা কী একটা ভীষণ শক্ত ব্যাপার! জোৎস্নাস্নাত কুমারীর মতো সামনে ঘোরাঘুরি করতে করতে কখন যে ভাললেখা ব্যাপারটা সটকে পড়ে বুঝতে পারিনা। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তবু একটু উৎসাহিত করুন, উৎসাহিত করুন, নিজের লেখার ব্যাপারে আমি যে দারুণ অসহায়।

আমি জানি, যেমনই লিখিনা কেন, আমাকে লিখে যেতে হবে, লিখে যেতে হবে! কবিতা ও জয়শ্রী, জয়শ্রী ও কবিতা দুই সহধর্মিণীর মতো আমার পাশাপাশি থেকো। আজীবন পাশাপাশি থেকো।

যাত্রাশুভ ৯ হুকুম ১০ অভিসার ১১ জরুরী ঘোষণা ১১
সুযোগের অপেক্ষায় ১২ আমাদের এই ঘরে ১৩ ঋতু যন্ত্রণা ১৩
নৃত্য সহচরী ১৪ থাবা ১৪ মাই ডিয়ার ১৫ চুম্বনলোভী ১৫
পরিবর্তন ১৬ চোপ্ ১৬ নির্জনে ১৭ ফল বিষয়ে ১৭ পরোয়ানা ১৮
ক্রীজ ১৮ সন্তানসম্ভবা ১৯ আসুন কবিরা ব্যর্থ প্রেমিকেরা ১৯
শব্দ তোমাকে ২০ প্রতিভা ২১ দীর্ঘতম সড়কে একাকী ২২ সংসার ২২
জীবনমরণ তারই হাতে ২৩ ভিনদেশী বাস ও তুমি ২৩ লঘু হাস ২৪
মাফলার ২৪ আমরা ও এইসব কুকুরেরা ২৫ অশ্রুমুখ ২৫
লুপ্ত অবয়বে ২৬ পিছুটান ২৬ ব্যবহারপ্রিয়তা ২৭
যদি সে ভাসিয়ে নেয় ২৮ বিচ্ছেদ রমণী ২৯ ঘ্রাণ ২৯ ভূপর্যটক ৩০
পরিহাসপ্রিয়তা ৩০ অন্য কোন্ সমুদ্রের তীরে ৩১ গোপন ভাণ্ডার ৩১
নষ্ট প্রকৃতির সংগে ৩২ প্রবাহ ৩২ ভ্রমণ-পিপাসু ৩৩ মোহসঙ্গিনীকে ৩৩
পুনর্জন্ম ৩৪ মায়াব্যবহার ৩৫ ভুল রমণীকে ৩৫ প্রতিবিম্ব ৩৬
দ্বিধাগ্রস্থ ৩৭ প্রত্যাখ্যান ৩৭ মেঘসুন্দর ৩৮ পশম শিল্পের প্রতি ৩৮
তৃতীয় নয়ন ৩৯ সই ৩৯ বোঝাপড়া ৪০ গোপন শব্দে ৪০
বার্থতার দালাল ৪১ মেধাবী শব্দ ৪২ ত্রিসংসার জলে যায় ৪২
যদি যাও যেতে যদি চাও ৪৩ মেঘসঙ্গী ৪৩ চোখ ৪৪ ফটোগ্রাফ ৪৪
মানুষের সাথে ৪৫ ঝিনুক ৪৫ কুসুম ৪৬ এবার তুমি স্তব্ধ দাঁড়াও ৪৬
কোথায় ৪৭ পাঠকসমাজ ৪৮

যাত্রাশুভ

তাহলে আরম্ভ হ'ক শুভ যাত্রা শুরু করা যাক এই অপরাহ্নে
নীল আকাশের প্রান্ত থেকে সংগে যাক সাদা মেঘ, ঝরণা ও সেতার
আর তুমি পরিশ্রান্ত হ'লে এই দীর্ঘ, গম্ভীর বৃক্ষের নিচে খুলে ফেল
অপ্রয়োজনীয় বেশবাস
খুলে ফেল ক্লান্তির বাকল ; সমুদ্র এখানে খুব দূরে নয় জেনো
নিশ্চিন্তে জিরিয়ে নাও, সূর্যাস্তের রঙ ছড়িয়ে পড়ুক তোমার দু'গালে।

তাহলে আরম্ভ হ'ক, আবার আরম্ভ হ'ক যাত্রা, পায়ের নূপুরধ্বনি ছড়াক বাতাসে
দীর্ঘগ্রীবা, আয়ত চোখের তারা অবাক-সবাক চোখে খুঁজে ফেরে গভীর বিস্ময়
অদেখা পাহাড় চুড়ো, বনভূমি, কতকি নূতন দৃশ্য স্রোতগর্জনের সাথে
চোখে পড়ে ; পৃথিবীর সীমানায় হেঁটে চল নগ্ন তৃষ্ণা বুকে—
এত যে অধীর ঢেউ, এত যে সবুজ ঘন চারদিক তবু দেখো রক্তাক্ত ঝিনুক
পড়ে আছে পদতলে, ভাঙা ঝিনুকের টানে তোমার রক্তাক্ত পায়ে
মানুষের ভ্রমণপিপাসু মন কথা বলে—
'শহরে যাবোনা আর' একথা বলেছো তুমি যখন রেখেছি হাত
গ্রীবামুখে, প্রকৃতিছায়ায়
দু'চোখে গভীর তৃষ্ণা, সুন্দরের প্রতিটান, মায়ার ধ্বনিরা
হাতের ভেতরে হাত, সমুদ্রের নীলফেনা বুকে, পায়ে বালুকাবেলার চিহ্ন
ক্লান্তি বহুদূরে—
'শহরে যাবোনা আর তোমার গভীর সংগ আজ এই মেলে ধর
প্রকৃতির কোলে'

হুকুম

পৃথিবীর যেকোন সীমানা থেকে তোমাকে আমার কাছে চলে আসতে হবে
যখন ডাকবো আমি
বাস-ট্রাম হীন ফাঁকা সুদীর্ঘ সড়ক, উঁচু-নিচু, পিচ্ছিল ও শ্বাপদসংকুল
অতিক্রম করে চলে আসতে হবে ; ও পা রক্তাক্ত হ'ক, ফুলে যাক—
শ্বাসপ্রশ্বাসের ঢেউ গাঢ় হ'ক, কপাল ছড়ানো ঘামে, দ্রুত ওঠানামা বুকে
ছুটে আসতে হবে তোমাকে, না, কোন ক্ষমা নেই, মধুর সংলাপ নেই
বুকের ভেতরে মাথা গোঁজা নেই
যখনই ডাকবো শুধু সামনে দাঁড়াতে হবে
নতমুখে—
ও মুখে শিশির নয় ঘাম লেগে আছে, ও চোখে গাঢ়তা নেই
চাপা রাগে মেঘের প্রবাহ যেন, ও শরীর কামনা-উন্মুখ হয়ে জেগে আছে
যখন ডাকবো আমি সাড়া দাও, হে জীবন্ত নগরীর খলযান, উড়ুক্কু জাহাজ
হে মমতাধর্মী খেলা, মূঢ় শ্রমিকের বায়বীয় মেঘ, স্বপ্নধ্বনি
নতজানু হও, এই সন্ধ্যেবেলা, এই ফাল্গুন প্রবাহে তুমি চেয়ে দেখো
কী মৌন নদীর স্রোত ভেসে যায় প্রকৃত মায়াতে ; স্রোতের নদীর খেলা
এর মধ্যে লুকোচুরি নেই কোন, নেই পিছুটান, মিথ্যাশব্দ, স্থূল অহংকার
পৃথিবীর যেকোন সীমানা থেকে আমি হাত তুললেই তোমাকে বলতে হবে
আমি আছি এখানেই, অন্য কোন গ্রহে নয়, অন্য কোন বাহুতেও নয়
আমার সংগেই যেতে হবে পানশালা, যেখানে-সেখানে—
বালির ভেতর দীর্ঘসময় পা-ডুবিয়ে আমার সংগেই গাইবে সমুদ্রসংগীত
প্যাগোডার পাশে দাঁড়িয়ে বলতে হবে 'অহিংসা পরমধর্ম'
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পাশে দাঁড়িয়ে বলতে হবে 'শ্রেণীশত্রুর খতম চাই'
পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করবে আঃ কী সুন্দর
নদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে ওঃ কী চমৎকার !
জীবনকে বলবে সত্যি বেঁচে থাকার মতো, মিথ্যাকে বলবে
প্রকৃত সত্যের প্রসাধন, এখন আমি বলছি, তুমি বাহুদ্বয়
ক্রমশ ছড়িয়ে দাও আকাশের দিকে উন্মুক্ত বিশাল তোমাকে ভাসিয়ে নিক
ম্লান যত্নে, প্রিয় বেদনার স্তরে—

অভিসার

পাথর প্রতিমা যেন, প্রেমিকের হৃদয় চিবিয়ে হয়ে ওঠো
গন্ধরাজ ফুল ; শাড়ীতে জয়াল বান, যুবকেরা ঘিরে আসে
তাদের চোখের কাছে তুলে ধরো মণি-মুক্তা-হার, কামাগ্নি শোভার—
প্রেমিক জানে না এসব, বিশ্বাসও করে না, মুমূর্ষু চাতকের মতো তৃষ্ণায় তৃষ্ণায়
সমস্ত আকাশ প্রার্থনার মতো বেজে ওঠে, আঃ জল, আঃ জল—
পাথর প্রতিমা এসময় সাবানে ঘসেন উরু, ব্রণতে ক্লিরোসিল্
আয়নায় মুখের বাহার, পাউডার, এসেন্স রুমালে, অভিসার অভিসার
প্রত্যেক বিকেল তাকে শিস দিয়ে ডাকে, যুবকেরা পিছু নেয়
প্রতিমা যৌবন পান্, আহ্লাদ চিবুক গড়িয়ে নাবতে থাকে, রক্তাক্ত জঙ্ঘায়
প্রেমিক ঘড়িতে দেখে, ঘণ্টা ও সময় বয়ে যায়, বয়ে বয়ে যায়
প্রতিমা আসেনা

জরুরী ঘোষণা

ব্যর্থতা, তোমার জন্য মাত্র দু'সেকেণ্ড নীরবতা পালন করতে পারি
এর বেশী নয়, বহুদিন তোমাকে দিয়েছি উত্তাপ, না দিলে জোর করে
কেড়ে নিতে, আর ধ্বজভঙ্গ পুরুষের মতো সহায়হীন পড়ে থেকেছি
ছন্দ ও লাবণ্যহীন সজ্জায়, এবার দেখো পায়ের চাপে কেঁপে উঠছে ত্রিভুবন
ব্রহ্মতালু দিয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিনির্গত হচ্ছে, ওষ্ঠে মেপেছি
লক্ষ মহিলার চুম্বন, সব্যসাচীর মতো শরক্ষেপে হয়েছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
যদি সাধ্য হয় রোখ, এই হাত তুললাম আর অভিবাদন জানাচ্ছে সব বৃক্ষ,
শহুরে ট্রামের থেকে হাত বাড়াচ্ছে অনুরাগী মহিলা, মনুমেণ্টের ওপর থেকে চাঁদ
লাফিয়ে পড়ছে বাস-ট্রামের ওপর, পার্ক ও ময়দানে তুমুল হট্টগোল,
পুলিশ জনতা সামলাতে ব্যস্ত, মঞ্চে বক্তৃতার সময় মন্ত্রীমহোদয়ের টুপি
খসে পড়লো, শয়তানের হাত থেকে খসে পড়লো পবিত্র কবচ, আর কেন
ব্যর্থতা, এবার মানেমানে সরে পড়, মাত্র দু'সেকেণ্ড নীরবতা তোমার প্রস্থানে।

সুযোগের অপেক্ষায়

বিনীত ভঙ্গীতে শুধু বসে আছি সুযোগের অপেক্ষায়
শরীরকে রেখেছি প্রণত, ন্যুব্জ দেহ, স্বল্পবাক, হঠাৎ অসতর্ক চোখের সামনে
আবির্ভূত হয়ে সব জ্যোৎস্না কেড়ে নেবো, আমি অল্পেই সন্তুষ্ট নই
ভাগাড়ের কৃমিদের ভীড় আর কিছুকাল ধরে থাক শহরের গুঞ্জন
হো-হো হাসি পায়, ঘরের মধ্যে পোষাক-আসাক ছুঁড়ে দিয়ে তামের
নকশা হয়ে
বসে থাকি, আর জানলার মধ্য দিয়ে মেয়েদের রিবনের মতো
সূর্যাস্তের আকাশ, কৃষ্ণচূড়া পথের পাশে, মহিলার লাল চটি, ত্রিভঙ্গ-মুরারী হয়ে
আত্মার সুতোর মতো গলায় কবিতার ফাঁস, সাবাস রে ছোকরা, জলের
মধ্যে ঢেউ ছুঁড়ে
জলের সঞ্চালন দেখে ভুলে গেলি তোর স্কুল আজ ছুটি নেই—

বিনীত ভঙ্গীতে শুধু বসে আছি সুযোগের অপেক্ষায়
অপস্রিয়মাণ হাত ডুবেছে শরীরে, দুঃখী প্রভু কোথায় জেগে আছেন
তিনি কি জানেন না আন্তরিকতা বাষ্পীয় ঘ্রাণের মতো অজানা মুখ লুকোয়
সব লুটে নেব একদিন, হ্যাঁ সবই লুটে নেবো, জ্যোৎস্না, নারীর বসন
স্কুল সংকেতের দিকে হাত ঘড়ি তুলে বলবো এখন সময় নেই,
আমাকে জাগতে হবে একদিন, গোপন শিল্পের গায়ে মানুষের রোমশ
হাতের মধ্যে—
গরম ইস্ত্রী বুলিয়ে দেবো, চেয়ে ছাখ পাঁজরায় গর্ত, গলায় নেই তুলসী মালা
জারজ ভক্তের মতো কৌপীন বস্ত্র নেই সঙ্গে, যা আছে খুবই ভগ্নাংশ,
চতুরতাহীন
সঙ্গমকালীন সুখের চেয়েও বড়। কবিতা লেখার জন্য হাহাকার,
স্বপ্নের তীব্রতা
মধ্যাহ্নের বুকে জড়ভরতের মতো পদসঞ্চালন, অনায়াসলব্ধ এই ব্যতিক্রম,
পূর্বপুরুষরা যা দেখেনি, এযাবৎ, বিনীত ভঙ্গীতে বসে আছি, দেখি
দুয়েকটি কুকুর এদিক ওদিক ছুটে যায়, মেঘ এদিক-ওদিক সরে যায়
দেয়াল দেয়ালের মধ্যে মুখ লুকোয়!

আমাদের এই ঘরে

আমাদের এই ঘরে জয়শ্রী তো কোনদিন প্রবেশ করেনি
তার প্রতি আমন্ত্রণ লিপি ছিল কথামালা, শব্দে শব্দে ফেনা
জলপ্রপাতের মধ্যে তার দিকে মালা ছুড়ে আমরা অপেক্ষা করি
যদি তা' স্পর্শের পর পায়ের আলতা মেখে ফিরে আসে
নূতন বাড়ীতে, আমাদের বাড়ী এই শিলীন্ধ্রতে, মায়াবী ক'টিতে
জয়শ্রী তো কোনদিন প্রবেশ করেনি এইখানে, লোমশ বুকের মধ্যে
ইন্দুরের নগ্ন যাতায়াত, আরশোলা, আর কারো নাম আপাতত
আসছেনা মুখে, এই জেনে জয়শ্রী কি এতটুকু মোহদুঃখ পাবে
শাড়ীতে উদ্বেল ধোঁয়া, পুরু ঠোঁটে, অঙ্গুলি চম্পকে, আমাদের সংগে থেকে
একসাথে মদ খাবে, ধোঁয়াও ওড়াবে—
অবশিষ্ট থেকে যাবে ছাইদানি, এলোমেলো হাঁসের পালক !

ঋতুযন্ত্রণা

শরীর জুড়ে গ্রীষ্মঋতু একলা আমায় বিঁধে থাকে
একজীবনে বহুমরণ চোখের কাছে গেলে রেখে
বুকের মধ্যে সুরঙ্গ এক অনলসাগর এ নিভৃতে
কাহার কাছে খুলে বলি গভীর এমন সাধ ছিলো যে।

একটি জীবন ফুরিয়ে আসে বিমর্ষতায় কারও আশায়
এমনি যদি জীবন হবে কে এখানে আসতে চাইতো
জলের মতো নিঃসঙ্গতা নেবে আসে চোখের জলে কে জানতো
শ্যামলিমা এমনি করে পুড়ে যাবে আমার স্পর্শে
শহর জুড়ে কত গাড়ী, একটি নারী খুঁজে পাইনে
আপনি এসে আমার কাছে ধ্বনির সাগর খুলে দেবে
মাথার মধ্যে বহুজটিল, কুয়াশারা আঘাত হানে
একটি জীবন পুড়িয়ে দেবো ব্যর্থতা আর অসম্মানে।

নৃত্যসহচরী

পপি নামে রমণীটি গতকাল এখানে এসেছে
তার পায়ের ঘুঙুর শব্দে আমাদের অঞ্চল-সমূহ কেঁপে ওঠে
তার কাছে যেতে হলে, যুবকেরা পরামর্শ করে, অভিধানে প্রেমপত্র
লেখা নেই, কোটেশন ব্যবহার চলে, কিন্তু যুবকেরা সমস্যায়, সংশয়ের দিকে
ঝুঁকে পড়ে, পুর্বে কেউ ব্যবহার করেনিতো এই ভাবে, ঐ রমণীকে !

যুবকেরা অবশেষে আমার নিকটে আসে, 'শুনেছি রমণী আপনাকে চেনে,
কবে থেকে ?' তাদের উন্নত শিরা, দাড়ি, বিকট হাসির সংগে
পরাজিত মুখ আমাকে অস্বস্তি দেয়, সত্যি আজো রেশনিং প্রথা
চালুতো হয়নি, এই যুবকেরা চিরদিন ভিক্ষু থেকে যাবে—
রমণী আমার প্রিয়, বেশী প্রিয় উরু, শরীর, শরীর নয়
আরো কিছু, দিনান্তের আবডালে, গাঢ় ঝোপে কেঁপে ওঠা তরু—
আহা কী কামুক থাই, লুটে নেব সিন্দুকে সিন্দুক, 'নারী শুধু উপভোগ্যা'
এই কথা বলে, ফিরিয়ে দিয়েছি আমি, যুবকেরা শিস্-তুড়ি দিয়ে
'দাদা তবে ঠিকই বুঝেচেন' এই ব'লে, পপির বাড়ীর দিকে হাঁটে,
তারা কি বঞ্চিত হবে, নারীর হাঁটুতে ব্যথা, সে কি আজো নৃত্যপরা হয় ?

থাবা

যৌনভারে নত রমণীর দিকে থাবা তুলি, শোণিত প্রবাহ, ঘাম
আলুথালু কেশগুচ্ছ, প্রশ্বাস-নিশ্বাস ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তপ্তবিষ—
সে বলে, 'অসভ্য কোথাকার, দিদিভাই সম্বোধনে কেউ বুঝি চুমু খায়!'
আমি তাকে বলি, 'মূর্খ মেয়ে, ছলনা তোমরা শুধু জানো ?'
এ সময় দৃশ্যত ঘৃণায় খাবছা দেওয়াল কিম্বা ধরুন পলাশ-লাল ফুল
ওষ্ঠে রক্তিম, আকাশে মন্থর চিল পুনর্বার জলাভূমি ছুঁয়ে যেতে চায়।

মাই ডিয়ার

রমণীকে আশীর্বাদ করার সময় কামার্ত হয়ে উঠলো হাতের আঙুল—
এই অবস্থায় আমি সামান্য লজ্জা পেলুম, আহা, ঈশ্বর কি ভাববেন !
আবার নিজেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনি, অহো, এতো ঈশ্বরেরই কথা
'লজ্জা, মান, ভয়—তিন থাকতে...' আমি ঈশ্বরের নামে তাকে সাতবার
চুমুখাই
সে প্রকৃত রমণীর মতো সুখী হয় 'আপনি যথার্থ আশীর্বাদের নিয়ম জেনেছেন'
ও-হো, এ পর্যন্ত লিখে আমি কলম থামিয়ে রাখি, কামরার চারদিক ঘুরে দেখি
নাঃ, অভিনেত্রী-টেত্রি গোছেরও কারও ছবি নেই দেয়ালে, ওঃ কী ভুল—
নিব পর্যন্ত কামার্ত হয়ে পড়ে, কাগজ যোনির মতো ব্যবহার করে যায়
দেয়ালে প্লাষ্টিক প্রজাপতি, আমি তার ডানা ভাঙি, জড় পদার্থেও মটৃ করে
শব্দ হয়
চমকে ওঠে ব্রেইন, আবার লেখা থামাই, চা কিংবা সিগারেট, সিগারেট কিম্বা চা
এ সময় ব্যবহার করে যাই, তারাও আমাকে ব্যবহার করে চলে
মাই-ডিয়ারের মতো।

চুম্বনলোভী

বুকের ভেতর তার রাত্রি শুরু হয়, সিগারেট-গন্ধী এক হাত
জড়ায় দু'হাতে তাকে, ঘরের বাইরে রাত্রি, অনুত্তম, অনুত্তম
তুমি কি এখনও কবিতা লিখছো ?   স্রোতের ভেতর চাঁদ
হেঁটে যায় অবিরাম, জোয়ারে ক্লান্তি ও অবসাদ
রোমশ হাতের মধ্যে টাকাকড়ি, অনুত্তম তুমি কেন
অন্ধকারে এসে আমাকে গোপনে একটি চুমুও খেলেনা !

পরিবর্তন

দেখুন মশাই পালটে গেলুম কখন
বুঝতে বুঝতে উঁকি মারে বুকের নিচে জখম
প্রেম নিবেদন ইতি হ'ল বৈরাগী কি ভেতর ছিল
বুঝতে পারি হাতের কাছে তীক্ষ্ণ দিনযাপন
দেখুন মশাই পালটে গেলুম কখন !

দেখুন মশাই পালটে গেলুম কখন
মালা এল জন্মদিনে মালার ভেতর গন্ধ ছিল
গন্ধ ছিল ছেলেবেলার, রৌদ্রদিনের গাহন ?
তুমি বললে, মালার মধ্যে আমি ছিলুম
তখন !

চোপ্

যুবতী শরীর থেকে তুলে নাও আতাফল দু'টি
'এ যে দৃশ্যের অতীত' এই বলে এক তরুণ প্রেমিক
অমনি মুখ ঢাকলেন কাগজে। হাত দু'টি ছিঁড়ে
দেয়ালে লাগাও, মুখে দাও এক পোঁচ কালি
কেশগুচ্ছ বাতাসে ছড়াও, এত দৃপ্ত, পীনোন্নত নারী
প্রতিমার থেকে কিছু অযত্নে ডোবাও সলিলে।

তরুণ প্রেমিক এবার বলেন 'দাদা একটু জল চাই, নূতন এসেছি
শহরে, মাইরি এত ভড়্কে দিচ্ছেন কেন !' আমি ব্লেড বের
করি, দেখি সে চিন্তিত খুব, যেন তার নিকট আত্মীয় কেউ ফাঁসীর আসামী
'এবার ফিরিয়ে দিন, এবার ফিরিয়ে দিন দাদা' আমি বলি 'চোপ্'

নির্জনে

নিঃশ্বাস ছাড়াও বারণ এখন, কারণ চকিতে অন্য অর্থ হয়ে যাবে
আমাদের বদভ্যাসে, ধ্বংসস্তূপে কয়টি সাদা পায়রা ক্বচিৎ বসেছে
তাকে নিয়ে আমরা দিনযাপন করেছি কখনো মাঠের ভেতর গিয়ে
সেখানে সান্ধ্যগীতিও কিছুটা জমেছে, কারণ মানুষ নিঃসঙ্গতা
একান্ত চেয়েছে ; পাড়াগাঁয় গিয়ে চপ্পল ছুঁড়ে বসেছে গাছের পাশে
নির্জনে নারীকে চাই, সে নারী সঙ্গীতপ্রিয় হ'লে ভালো হয়
সে নারী যেন পুস্তক বা বিজ্ঞাপন থেকে না উঠে আসে
আমাদের বদভ্যাসে, ধ্বংসস্তূপে জমে আছে ব্যভিচারী ছায়া
এভাবে পাড়াগাঁ আর আমাদের ক'দিন বাঁচাবে !

ফল বিষয়ে

যুবতীকে দূরে রাখি কারণ সে অভিজ্ঞ ফলের মতো ঝুলে আছে
যাবতীয় চপলতা, লাস্য কিম্বা ব্যর্থ নারীত্বের দাবি নিয়ে
বুকের পলাশ ফাটে, রক্তে জমে থুতু, প্রেমের ভিতর যদি যেতে হয়
সেই নববধূ কে হবে, যুবতী নয়, অন্য কিছু মডেল-টডেল ?

প্রেমের ভেতর যদি যেতে হয় কিশোরীকে ডাকি ; সাময়িক ভয় পায়
বামস্তনে ঘাঁটি গাড়ে দুর্জয় পুস্তকরাশি, অন্যস্তনে পুরুষের বাঁকা ভুরু
মেপে নেয় জমাট ক্ষীরের পুলি, ক্ষণিক মুখশ্রী, 'ফেরেব্বাজ নই শালা
চেয়ে দ্যাখ্, হাট আছে, লাগেনি সামান্য ধুলোবালি'
যে কিশোরী ফিরে যায় তাকে ভাবি নিবিড় উপমা, যে রৌদ্র ডেকেছে তাকে
আরও আগে, যেতে হবে তার কাছে, একথা জানিয়ে
দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, তবে চলি ?'

পরোয়ানা

বসতে দিলে বলবে সময় নেই, দাঁড়াতে বললে দাঁড়াবেনা
এ কিসের পরোয়ানা ? মৃত্যুকে আরকি ভয়,
খাঁচায় থাকার চেয়ে বহুগুণে ভালো, তুমি বলো
একটু আলো ধরো, পথটা নির্জন আঁকা-বাঁকা—
চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, বৃক্ষশাখা প্রকাণ্ড হাত মেলে দাঁড়িয়ে

সেখানে, হ্যাঁ সেখানেই তো এক ভাঙা মন্দির, পথের বাঁপাশে
শিবপূজো হয়, তোমার বাড়ীর পথে দিঘি, রাজহাঁস, হরিতকী গাছ
সন্ধে হলেই পাড়াগাঁ, তুলসীতলা, চিবুক অধোমুখে
মৃত্তিকা কাঁপেন অই প্রার্থনার ভঙ্গীতে, যোগীর হাত থেকে খসে যায় কমণ্ডলু
আলুক্ষেত, জংলা, বুনোঘাস, ধস নামে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে
কামসুরভিণী এঁকে-বেঁকে পথ চলেন দাঁড়ান না কখনো !

ফ্রীজ

সে আমাকে ভাবে খুব বোকা আমি ভাবি নিজে মস্ত চালাক
এই দুয়েতে ফারাক্
জমবে ভালো ব্রীজ, চারজনাতে খেলবো যখন
সুসময়ের বউয়ের কেনা ফ্রীজ, নরম ফলের সংগে
ধারালো এই জিব্
সে যখন সুসময়ের সংগে পাহাড়চূড়োয়
আমি তার বউয়ের সংগে ঘুমোই
চারজনাতে খেলবো এবার ব্রীজ
সুসময়ের বউয়েয় কেনা ফ্রীজ
যখন আছে, যতদিন তা আছে
জমবে খেলা ভালোই।

সন্তানসম্ভবা

আমাদের বয়স হ'ল এখন আর মানায়না সেই কথা
তুমি সন্তানসম্ভবা
পুরনো দিনের কথা, মধু পরিহাস, অলৌকিক স্তব্ধতায় ঢাকা
স্বপ্নের পরিখা এতদিনে শেষ হ'ল, বাতায়নে বিষণ্ণতা—
তুমি সন্তানসম্ভবা।

সহজাত বোধ ছিল ভালবাসা, আত্মহননের জ্বালা কুড়িয়েছি অবশেষে
তোমার বিচ্ছেদে
আধুনিক কবিতার প্রতি মায়া আসে, প্রাঞ্জল ভাষায় তাকে লিখে ফেলি
অবাধ শূন্যতা, তুমি সন্তানসম্ভবা।

রাতের ভেতর জ্যোৎস্না, বাদুড়ের ডানা, মাঝে মাঝে মদের কাছেও দেনা
এসবের জন্য তুমি দায়ী কখনও ভেবোনা। আমাদের বয়স হ'ল এখন আর
মানায়না সেই কথা, তুমি সন্তানসম্ভবা।

আসুন কবিরা ব্যর্থ প্রেমিকেরা

হে সময়, লাঞ্ছনা চরম হচ্ছে আর কেন তোমার সুতীক্ষ্ণ তীর সরিয়ে নাও
সরিয়ে নাও
কিংবা বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর সম্পূর্ণ সযত্নে চরম আঘাতে কর বিপর্যস্ত মৃত্যুবৎ—
এ শিল্পের মৃত্যু আর কতদিন, বহমান সংসারে বালককাল, কৈশোর
পেরিয়ে যৌবন
ক্রন্দন, হতাশা, ওঃ হতাশা ; এবার হতাশা দিয়ে মারণাস্ত্র তৈরী হোক,
আসুন কবিরা,
ব্যর্থ প্রেমিকেরা, লাঞ্ছিতেরা, সৎ ও বোকা মানুষেরা আসুন এবার—
একসাথে আগুনের পাশে দাঁড়াই, আসুন আর শয়তানের মুখে পেচ্ছাব করে
হেসে উঠি।

শব্দ, তোমাকে

শব্দ তোমাকে আমি বন্দীশিবির হতে উদ্ধার করবো। শব্দ প্রেয়সীর কাছে
বাঁশী হাতে ছুটে আসবে রাখাল
নত হবে কবি।
শব্দই সংসার আমার আমি নেশাগ্রস্ত শব্দের কাছে
আমাকে শাসন করো শব্দ যেন বিশ্বাসঘাতকতায় নড়ে না ওঠে
আঙুল
আমাকে সতর্ক করো
নিজের জন্য চাইনা কোন দলিল
ধ্বংস তোমার অট্টহাসির মুখে কেঁপে উঠুক, অত্যাচার স্বপ্নের ঘোরে
ভীত চিৎকার করে উঠুক
ঘাসের ওপর মানুষের রক্তের গন্ধ যেন না মুছে যায়।
শব্দ আমাকে শাসন করো সতর্ক করো আমায়
আমাকে আপ্যায়নের ভেতর নিয়ে যেয়োনা

মৃতভিক্ষুকের মুখ থেকে ছিট্‌কে পড়ছে ভয়ংকর আগুন তার
অভিশাপ—
ধর্ষিতা নারীরা পৃথিবীকে সন্তানহীন করে দেবে একসময়
রুগ্না মায়ের কোলে চিৎকার করে উঠবে
বীভৎস শিশু
শব্দ আমায় সতর্ক করো এখন কোথায় বন্দীদের লাইন করিয়ে
গুলি করা হচ্ছে
আমি উঠে দাঁড়াব আমার কোন দলিলের প্রয়োজন নেই
তোমার কাছে ছুটে আসবে রাখাল তোমার কাছে ছুটে আসবে
জুল্‌ফিসর্বস্ব মানুষ
তোমার জন্য অনেক বাঁধানো উপহার আসবে ভ্রমণের নামে
তোমায় নিয়ে যাবে গুপ্ত কূপের কাছে
ঠিক জায়গা হতে দামী কম্বল চলে আসবে এই শীতে
আর অগণিত শিশু ও নারীকে উদোম রেখে তুমি উপভোগ করবে
দার্জিলিংয়ের জলবায়ু—

তোমার জন্য ছুটে আসবে দামী কার্পেট, দেয়ালঘড়ি, টেবিলের রেক্সিন।
উদোম মাঠের ভেতর চিরকাল কিছুলোক শুয়ে থাকে, ওদের মত বিস্তৃতঘর
অন্য কারও নেই আর কিছু প্লাটফরমের মানুষ
ডাকাতের ভয়ে সুগঠিত করতে হচ্ছে তোমার দরজা কুকুরের জন্য নিয়মিত
বরাদ্দ রাখতে হচ্ছে মাংসের
জীবনের সারাংশের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছো তুমি।

শব্দ তোমাকে আমি বন্দীশিবির হতে উদ্ধার করব।

প্রতিভা

ও নারী ধূপের গন্ধ বিচরণশীল প্রতিভায়
আস্থাবান, ওকে তুমি প্রেম বলে কখনো ভেবোনা
ও যে হাঁসের পালক, জলের ওপর লাগে ভালো
ওকে দূর থেকে দেখো, শোন এস্রাজে হাতের টান
আস্থাবান যাদুকরী, সম্রাজ্ঞীরা আমাদের নয়
শুধু দূর থেকে দেখো, নারী ভেবে ছুঁয়ে থাকো ঘাস
প্রকৃতি দেবেনা বাধা, সম্রাজ্ঞীকে পর করে রাখো!

ও নারী ধূপের গন্ধ পুরুষের চোখে জলোচ্ছ্বাস
তুমি তো পুরুষ নও, আধুনিকতার সঙ্গে নেই
ঠিকমত সহবাস, এখনো প্রেমিক শব্দে জাগো
কান্না নিয়ে, মূক ব্যথা, চিরন্তন নারী খুঁজে দেখো
ও নারী মৃদঙ্গ বোল, জরায়ুতে অস্থিরতা, চাপ
ওর কাঁছে কখনো না, দূর থেকে সঙ্গীতের গালে
থাবা রাখো!

দীর্ঘতম সড়কে একাকী

বড় দীর্ঘতম উলঙ্গ সড়ক পড়ে আছে।
হিমেল রাত্রিতে কুয়াশা হারানো পথ, প্রদীপের ম্লানশিখা
কেঁপে ওঠে দূর চালা ঘরে ; 'এতো রাত্রিতে ফিরিস্ বাবু
পথের ভিত্রে যদি সাপ পড়ে ? আলো কিনে লিবি'
বড় দীর্ঘতম উলঙ্গ সড়ক পড়ে আছে, কিছু দূরে হালিমের বাড়ী
'এ টর্চ বড় জব্বর রে, দেখবি জ্বালিয়ে ?' 'বাবু কুত দাম হোল
বল্না হামার মরদকে একটা কিনে লিতে ?'

কিছুটা এগিয়ে ফের ফিরে দেখি হালিমের স্ত্রীকে
অন্ধকারে শাড়ীর পাড়ের মতো জেগে আছে তার সূক্ষ্ম রেখা
বাতাসে ভেসেছে গন্ধ, স্তনহীন অন্ধকারে হেঁটে যাই একা
পুকুরের পাশে এখনো বাসন ধোয়, ঝিয়ের নাম ধরা যাক মোক্ষদা
তীব্র কাম, প্রকৃতিতে জড়ানো বিরল স্তব্ধতা, হায় কলকাতার মানুষ
এমন ফেরার স্মৃতি কতকাল পড়ে আছে ডায়েরির মসৃণ পাতায় !
ফেরার হাঁসের শব্দ, জলে ভাসা, বিষণ্ণ সাদাটে বক, শিশিরেতে ধোয়া
লিখেছো যে পদ্য এতকাল, ভেবে দেখো বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্যবেশীকিছু
সেখানে ছিল না !

সংসার

আমার সমূহ পাপ তোমাকে দিলুম
দেখো তা' দিয়ে মন্দির গড়া যায় কিনা—
আমার সমূহ ক্লান্তি তোমাকে দিলুম
দেখো তা' দিয়ে বসন্ত-বাতাস গড়ে ওঠে কিনা-
আমার জীবন-মৃত্যু তোমাকে দিলুম
দেখো তা' দিয়ে তোমার সংসার হয় কিনা !

জীবন মরণ তারই হাতে

নিশীথ আমায় ডাকছে নিলাম দারুপানে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকে বন্ধুজনে
সহৃদয়ে বয়ে বেড়ায় মাতাল শরীর নুয়ে পড়া
আমায় ছাড়া জমে উঠবে কোন আড্ডা !

নিশীথ আমায় ডাকছে নিলাম, মগ্ন ছিলাম
জেগে ওঠায়, স্বপ্ন ঝেড়ে ঘাম মুছে নেয়
একটি যুবা, কঠোর জীবন, এমনি নেশা ঠিক ভাল নয়
বলবে জানি বরাবরই এমনি করে।

একটি যুবক বুকের মধ্যে নয় সে খুব গোবেচারা
আমায় শুধু দেয় পাহারা, বেপরোয়া, স্বপ্ন ভুলে—
আমায় নিয়ে তন্দ্রাহারা সে কোন নারী আমিই শুধু ভাবতে পারি
তাহার কাছে ধার ঘেঁষেনা, এমনি আমার জীবন মরণ
তারই হাতে সঁপে দেওয়া !

ভিন্‌দেশী বাস ও তুমি

বৃষ্টি পড়ে আমাদের গায়ে। পীচের সুদীর্ঘ সড়ক ভিজে ওঠে কালো রঙে—
তীব্র হুইসেলে স্টপেজে দাঁড়ায় বাস, শাড়ী ভেজে, ছাতা ওড়ে,
ছাতা ক্রমশ গোটায়

বৃষ্টির ফোয়ারা নামে, তোমার শরীর থেকে বৃষ্টির ফোঁটারা অই ঝরে যায়
ভিন্‌দেশী বাস তোমাকে বহন করে নিয়ে যায় থরার জগতে।

লঘু হাঁস

প্রকৃত নিয়মে যদি চলে যাবে ফিরিয়ে নেবেনা কেন প্রেম
একি লঘু সাঁতারের মতো হাঁসেদের দিনশেষে বাড়ীফেরা
নিমেষের পোষাক পাল্টানো, আধুনিক যদি খুব হয়ে থাকো
কিংবা যদি ভাবো প্রেমিক ঠেকেছে প্রতিকূলে, যোগ্যস্রোত একদিন
তোমাকেও ফেলে রেখে চলে যাবে সুদূর বিদেশে !

এই অব্দি লিখে প্রেমিকের ভয় হয় যদি সে ফিরেই আসে
অবিকল মুখশ্রীতে, স্থূল প্রকৃতির মতো মধুর প্রলাপে
তবে কি গ্রহণযোগ্য পুনর্বার ওষ্ঠেতে সহাস্য খেলা, বাদাম-এলাচ দানা
নতমুখে, যে পুরুষ ঠকিয়েছে তাকে, প্রেমিক ফেরাবে কি তাকে সেদিকে
নাকি তাকে যত্নে, নিষ্ঠুর ক্ষমাতে বলবে 'ভুবনবিজয়িনী বলে এই
শেষবার ভাবো' প্রকৃত নিয়মে যদি চলে যাও
ফেরার কৌতুক থেকে বহুদূরে, যেখানে প্রেমিক নেই সেইখানে
পরপুরুষের হাত স্তনেতে ছোঁয়াও !

মাফলার

ফিরে এসে বললাম শোনো
অমনি হাতে চাবির গোছা পড়লো
ফিরে এসে বললাম শোনো
আলো-আঁধার ছায়ায় এসে
দরজায় দাঁড়ালো !

আবার যেতে সে বললো শোনো
শীত পড়েছে মাফলারটা নিয়ো !

আমরা ও এইসব কুকুরেরা

সেইখানে যাবো, যেখানে রয়েছে আজো পান্থশালা
উজ্জ্বল দ্বীপের কাছে ঝাউবন, দ্রাক্ষাপুঞ্জ, অনুপম
হাওয়া আর যাকে পাওয়া যেতে পারে ভেবে এতদূর ভ্রমণ পরিকল্পনা
সেইখানে যাবো আর চলে গেলে একজন কলকাতা প্রেমিক হারানোর সংবাদ
খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হবে, এই দেখে জনসাধারণ ছুটে যাবে
মহাকরণের দিকে, তুমুল হট্টগোল, গোয়েন্দা পুলিশের কাছে পৌঁছে
যাবে দস্তানার অবশেষ
সমস্ত কুকুর ভেউ ভেউ শব্দে ছড়িয়ে পড়বে শহরের আনাচে কানাচে,
প্রত্যেক দেয়াললিপি
ছিঁড়ে লেখা হবে আমরা ও এইসব কুকুরেরা নগর পাহারায় আছি আপনারা
পার্কে ও ঝোপের আড়ালে নির্বিঘ্নে বসে থাকতে পারেন, চুম্বনেও বাধা নেই
পরিবার পরিকল্পনা এক্ষেত্রে সীমিত করা হ'ল আপনারা শান্ত হোন
বন্দরের কাছাকাছি শস্যবাহী জাহাজ আর সেই বেয়াড়া বালককে আমরা
শহর থেকে নির্বাসিত করেছি।

যতকাছে আসো বুকের ভেতর রাখো মুখ, ভয় হয়—
সোঁদাগন্ধ, জলাভূমি ব্যাপৃত বাতাস, হাসনুহানা
সজল প্রকৃতি, যতই গভীরে ডাকো, মায়ার বাঁধনে যতো
ধরে রাখো মনে হয় চলে যাই, এইসব ছিন্ন করে চলে যাই
পরিচিত জগতের কাছে—
যেখানে তুমিও নেই, স্নেহ নেই, ভাবাবেগ নেই
সুদীর্ঘ যাত্রারা শুধু যেখানে ছড়িয়ে আছে মদ্যপান, গাঁজার তাণ্ডব,
অর্থের সুদূর পরিক্রমা—
তোমার ভাদ্রের চোখ, সূর্যোদয়ে প্রভাতের ছায়া
গভীর জলের টান, অশ্রুমুখ ছিন্ন করে চলে যাই, ইচ্ছে হয় যদি যেতে পারি!

লুপ্ত অবয়বে

বহুদিন পর লুপ্ত অবয়বে তুমি স্পষ্ট হয়ে ওঠো
সেই আছে তুমি নও সে-ই—
বহুদিন হরিদ্রার বনে সঙ্গোপনে ঘুমিয়ে পড়েছে
আমি তাকে ভুলিনি এখনও।

বহুদিন পর স্কাইস্ক্রেপারের নিচে গন্ধ নিই শস্যভূমির
কোথায় শিশির ?
আমার অঞ্জলি নিয়ে চলে গেছে কোন্ কিশোরির
নূপুরের দৃপ্ত ছন্দ ?
মন্দ নয় বিবাগী জীবন, বেশ আছি লুপ্ত অবশেষে
তার অধর কম্পন, দৃষ্টি, মায়াজাল মনে পড়ে, আজো মনে পড়ে।

পিছুটান

বড় ধুলো, তার মধ্যে নিরীহ শিল্পের মতো তোমার উদাসী মুখ দেখে
আরও ভয় করে, থম্‌কে পেছোই কয়েক পা, কুর্নিশ করি, গাঢ় চোখে দেখি
মৃত্যুমুখ অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে নিস্পৃহের মতো চেয়ে থাকো দূরের আকাশে
আমাকে চেনোনা যেন, আমি যেন কোনকালে কেউ নই
তবে কি ফিরেই যাবো, সহজে কি ফিরে যাবো, মনে হয়, মনে কিছু হয়,
ভেবে দেখো—
ও বুকে ছিলনা নখরচিহ্ন, দন্তরোষ, বৃশ্চিকদংশন, ছিলনা ভাদ্রের মেঘ
কখনও বা গর্ভবতী নদীর কূজন, কি যে ছিল, কিভাবে যে ছিল
আজ এই নিরুত্তাপ অবয়বে যেন কোন খুঁৎ নেই নিস্পৃহ প্রতিমা
ফেরানো সহজ যতো ভেবে থাকো আমি নই স্থবির তেমন
পায়ের বালুর চিহ্ন, জলচিহ্ন, বৈশাখী রোদের চিহ্ন কপালে ও মুখে
আমি কী সহজে ফিরি, যে স্রোতে ভাসাও তুমি সেই স্রোত
তোমাকেও পিছুটানে জর্জরিত করে।

ব্যবহারপ্রিয়তা

অত্যধিক কামুক যুবকেরাই সবচেয়ে ভালো কবিতা লিখিয়ে এ ধারণা করা হলে
দেখা যাবে
রাজপথ জুড়ে মৈথুনের দৃশ্য, এ প্রসঙ্গে নিজেকে কামুক উল্লেখ করলে ব্যাপারটা
আরো পরিষ্কার হয়।
এ যাবৎ ভালবাসা শব্দটি দেখেছি বিকেলে অন্য যুবকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়,
থাক তাতে ক্ষতি নেই
আমরা কয়েক বন্ধু দুঃসময় শব্দটিকে বাদ দিয়ে কথাবার্তা বলি, এ মুহূর্তে বেকার
যুবক বলে কেউ
গালি পাড়লে আমরা তাকে তেড়ে যাই, মানুষের আত্মহননের সুবিধেটুকুও
কেড়ে নেওয়া হবে নাকি!
তবু ভাল, সূর্যাস্তও কিছুক্ষণ আমাদের মৌন করে রাখে, ঠিক এ মুহূর্তে একটি
মহিলা থাকলে
আমরা ভাগাভাগি করে নিতাম, দশরকম চুম্বনে তার ওষ্ঠ সূর্যাস্তের কথা মনে
রাখতো যেহেতু
সে নেই, আমরা তার উদ্দেশ্যে দশজন দশ মিনিট নীরবতা পালন করে
সুখী হলাম—
এভাবে নীরবতা পালন করে খবরের কাগজে ছাপানোরও রীতি আছে কিন্তু
আমরা কেউ-ই আদৌ
মহিলাটিকে চিনি না, আমরা জানিনা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে নদীর বুকে
জাহাজ যার খোঁজে
আমরা এতদূর বেরিয়ে পড়েছি, কিন্তু জানি কাম শব্দটি এখন সযত্নে ব্যবহার
করা দরকার!

যদি সে ভাসিয়ে নেয়।

সিগারেট ধরালুম, ডাক্তার বললেন ক্যান্সার—
অথচ জীবন, তাকে ফেরীঘাটে দীর্ঘকাল পাহারায়
বসিয়ে রেখেছি
যদি সে জাহাজ দেখে, স্রোতের উত্থান-পতন, জলের গভীরতা মাপে
যদি সন্ধেবেলা আনমনা হ'তে ভাল লাগে স্রোত ও নিজস্ব প্রকৃতির সংগে
রমণী বললো 'আমি যাবো ফেরীঘাটে যেখানে রয়েছো তুমি, অশ্রুমেঘ,
তন্ময়শীলতা—'
একথা শোনার পর সিগারেট ধরাতেই হয়, আলতো করে চুম্বনে জড়াতে হয়
ওষ্ঠ, অঙ্গীকার
ও মেঘ সংগেই থেকো আজীবন দীর্ঘচুলে, লাবণ্যতরঙ্গে থেকো,
মাঝে মাঝে বাক্যবাণে
তীব্র ভর্ৎসনায় সংগে থেকো—
জীবনে রয়েছে কিছু মিথ্যাচার, ভুলভ্রান্তি, পাতকের ছায়া, আছে ভুল
পান্থনিবাসের দিকে হেঁটে যাওয়া, কাঁটাঝোপ,
হত্যা, রক্তপাত, উত্থান-পতন আছে, দীর্ঘপ্রান্তরের দিকে অনির্দেশ্য ছুটে যাওয়া
আছে, পাহাড়ে-সাগরে
মানুষ বেঁধেছে ডেরা বহুদূরে অবাক নির্জনে, সংগে সম্বলটি নেই
পিছুটান নেই, আছে সুনিবিড় আকাশবন্ধন, উষ্ণপ্রস্রবণ, হরিৎ চিহ্নেরা—
ফেরীঘাটে দীর্ঘকাল বসে আছি প্রতীক্ষায়, জাহাজের, অজানা দ্বীপের
চিহ্ন বুকে নিয়ে বসে আছি স্রোতের আহ্বানে ; যদি সে ভাসিয়ে নেয়
সুদূর কোথাও, সিগারেট সংগে নিয়ে চলে যাবো—
যদি যেতে চায়, রমণী কি অতদূর যাবে !

বিচ্ছেদরমণী

বিচ্ছেদের পর যে রমণী চিঠি লেখে ইচ্ছে হয় তাকে পুনর্বার চুমুখাই
ওই মুখে ছিল কী কস্তুরি গন্ধ ভিজে মৃত্তিকার কোমল সৌরভ
এ দিগন্ত মায়াজাল, স্বপ্নের প্রতিভা দেখি কতদিন বাঁচে।
নারীটি কি হীনবুদ্ধি, বয়সের অভিজ্ঞতাহীন, তার সঙ্গে
যোগাযোগের পর আরও সাতজন রমণীর সংগে এরূপ হয়েছে
তার জানা না থাকলে এবার লিখবো সবিস্তারে, আমরাও
কতবার নাকাল হয়েছি—
কিভাবে চোখের নিচে কেঁপেছিল হিম প্রত্যাখ্যান!

সে কি তবে সুখ নয় প্রকৃতির প্রধান বিষাদ মাঘরৌদ্র
সায়াহ্নে জলের কাছে নেচে যাওয়া বায়ু, তরুতে হিল্লোল,
সে কী তবে স্বর্গ নয়, মর্তের মতোন স্বাভাবিক
দুঃখে, সুখে, পরাজয়ে যুবকের গোপন এস্রাজ!

ঘ্রাণ

সবল হাতের নিচে মাটির গভীর টান রয়ে গেছে আজো
ফসলের মৃদুঘ্রাণ লেগে আছে নাকে, সে তবে কোথায় যাবে
এইসব ছেড়ে, বুনোওল তুলে নেবে, বাঁধাকপি, পুঁইডাটা, লাউ—
যে তাকে ডেকেছে যত্নে, কোন্ দুঃসাহসে বলে দেবে 'বড্ড জরুরী কাজ
ঘুরে আসি, পরে দেখা যাবে' সোনালী সংকেত বয়ে
যে আজো সুদূরে ডাকে, কুয়াশার মতো যত্নে ভেঙে ভেঙে তার কাছে
পৌঁছতে হবেই—
'হে বৃক্ষ আমার ছিলে, হে বৃক্ষ আমার ছিলে, কেমন রয়েছো?
দিনকাল মেপে ছায়া ফেলো, কৃপণ হ'য়োনা আজ পত্রচ্ছায়া হতে'
সবল হাতের নিচে মাটির গভীর টান, মানুষ চেনেনি ঠিক, বৃক্ষ কিন্তু
পূর্বেই চিনেছে!

ভূপর্যটক

মধ্যষ্টেশনে সে নাবলো এখন তার হাসি গভীর কান্নার মতো
ঝাউ ও বিভিন্ন গাছে ঘেরা তার পরিচিত গ্রামের দিকে সে হেঁটে গেল
পাহাড়ের ওপর ঝাঁকিয়ে উঠলো ট্রলি ট্রেন, তার শব্দে, ধোঁয়ার ভেতরে
সে মিলিয়ে গেলো, অজানায়, নীল-শুভ্র প্রতীকের মতো।

বুকের নিচে শিশির কেঁপে ওঠে বেদনায় হঠাৎ পরিচিত রমণীর প্রতি
কেন এই দীর্ঘশ্বাস, এইসব ছেড়ে পাহাড়ী প্রকৃতি-সুষমার চেয়ে থাকা মনে হয়
ভালো
সূর্যমুখী ফুল, রডোডেনড্রন, গাঁদা, পাহাড়ী যুবতী, বিদায়—বিদায়—
ঝরণাধারার মতো রক্তপাত, এত পাপ, এত ভালবাসা, এত কষ্ট,
এত ভাললাগা, কার জন্য ?
ঝোপের আড়াল থেকে ডেকে উঠলো অজানা পাখী, কার জন্য ?

কুয়াশায় কুয়াশায় এক একটা ভোর শেষ হয়ে যায়
কুয়াশায় কুয়াশায় এক একটা জীবন শেষ হয়ে যায়
এক একটা জীবন উল বুনতে বুনতে শেষ হয়ে যায়
এক একটা জীবনে সে ক্ষণিক সূর্যাস্তের মতো কাছে এসে দাঁড়ায়
মানুষ তাকে প্রকৃত সুষমা জেনে ভূপর্যটক হয়ে ওঠে।

পরিহাসপ্রিয়তা

কোন্ ভরসায় সে আমার কাছে আসে
যৌবন হরষে কুলুকুল নদী, প্লাবন ছুঁই ছুঁই দর্পভরে
কেড়ে নেয় সহসা আমার অবোধ গ্রাম্যতা !

এ স্থবির হ'ল পরিহাসপ্রিয়, কৌতুকময় বদান্যতায়
সে দেখালো চোখের ঝিলিক, হাতের কাঁকন
ওষ্ঠে হীরক দ্যুতি, কম্পন
আমিও হলুম সমুদ্র মন্থনকারী আসমুদ্র।

অন্য কোন্ সমুদ্রের তীরে

এত পাপ, এত রক্তে ভরে আছে আমার স্বদেশ—
সাঁকোর ওপর থেকে হেসে ওঠে বাঁকা চাঁদ, ওষ্ঠে তার
মিথ্যার লাবণ্য ছুঁয়ে, মানুষের মেধাবী মস্তিষ্ক শুধু কুরে কুরে খায়।
এখানে লাগেনা ভালো মনে হয় যাই, কোথায় বা যাবো
জঙ্গল-টঙ্গল, পরবাস, ভিনদেশী নদীর কিনারে আর কতদিন
থাকা যাবে, প্রিয় শহরের থেকে, স্বদেশ পারের থেকে
কতদূর রাখা যাবে আমূল সুদৃঢ় টান
শৈশবের, মায়াবী ক্ষেতের, সূর্যাস্ত শিখার দেশ, ধানশিষ
বিস্তৃত জলার পাশে পানকৌড়ি, বক, দোয়েল গরুর পিঠে—
এইসব চিহ্ন নিয়ে কতআর দূরে থাকা যাবে, সীমান্তে লাবণ্য রেখা
মৃদু হাসি, স্তনে এই সুডৌল আরাম, বাঙালী মেয়ের কাছে, মা'র কাছে
কী ভীষণ ঋণী, দুঃখী স্বদেশের ভূমি ছেড়ে, নষ্টনীড় ছেড়ে
অন্যকোন্ সমুদ্রের তীরে গড়া হবে স্বপ্ন ও সমাজ?

গোপন ভাষ্যকার

তুমিই বলেছো যাও, ছুটি, পরে তবে দোষ দাও কেন?
সীমিত প্রদেশে তাকে আগলে রাখো সহজে লণ্ঠন খেলার পাশাপাশি—
এ কেমন ছেলেমানুষি, যে রমণী ছিলনা শুধুই শরীর তাকে কেন
পয়ারে না বেঁধে, এলোমেলো ছন্দশব্দে বাঁধো?
প্রবাসী জীবনে তবে কেন উদ্‌গ্রীব হয়েছো, সে তো চায় সুখ?
সুখের মহিমা এতদিন নিশ্চয় জেনেছে, সে কি জানে কৈশোর প্রণয়ে
চুরি গেছে মাঠের সবুজ রেখা, খড়োচাল, ভাঙা পোল আজো ঠিক
জেগে আছে খাদের দু'পাশে? ওখানে কি রোদের সমুখে ছিপ্ ফেলে
বসে আছে কিশোর বিপিন? এখন প্রবাসে থেকে বিপিনের এইসব
উপাদেয় স্মৃতি কথা ভাবছে বিপিন, সেই-ই বলেছে 'যাও', তবে কেন
এতদিন পরে শব্দ হয় 'ভাই, এত পরে হবে, আগে ভেবেছি কখনো!'

নষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে

রমণীর সমূহ পাপ ও নষ্টাচার ভুলে সম্পূর্ণ উদ্যোগে তাকে
প্রাণ খোলা চুম্বনে জড়াতে চাই—
ও মেঘ বল্কল খোল, নষ্ট প্রকৃতির ছায়া, বাহু দিয়ে
আমাকে নিবিড় টানো, আমি এই নিবিড়তা মেনে নেবো
আজন্ম ফসল, তোমার দৃষ্টিতে মেধা, তোমার বাহুতে
নিপুণ শিল্পের টান, পৃথিবীর অলীকবন্ধন খেলা,
বিকেলের খেয়াপারাপার, কবিদের কত স্বপ্ন, সাধনার তুমি নারী
শতাব্দীর অভিশাপে নষ্ট ফুল, কথার চমকে তুমি
ভেঙো নাকো প্রগাঢ়ময়তা !

রমণীর সমূহ পাপ ও নষ্টাচার ভুলে গিয়ে ও রমণী
কাছে আয় কাছে আয়, হে মেঘ, হে দেবদারু শাখা
ও-হে পাখী, সন্ধ্যার কূজন, তোমাদের যা কিছু সম্পদ আছে
রমণীকে দিও , এই সন্ধেবেলা নদীর তীরের খেলা, জাহাজের বাঁশী
ঢেউয়ের ডুবুরি ডুবুরি খেলা, সূর্যাস্ত হে মনে রেখো
এমনসময় বহুবার জীবনে আসেনা, রমণীহে জেনো
তোমার গভীর পাপ, প্রবঞ্চনা, গঙ্গাজলে কখনো ধোবেনা !

প্রবাহ

স্রোতের মতো যে ভেসে যায় স্রোত তাকে টেনে আনে লাবণ্যে, জোয়ারে-
দুয়ারে দাঁড়ানো মুখ, লালটিপ, নখের ঔজ্জ্বল্য প্রকৃত রহস্য থেকে
প্রাকৃতের দিকে টানে, শিশিরে ধোয়ানো অই মুখ, সাদা শাঁখা,
শঙ্খদ্যুতি, অনুভূতি এইভাবে বারংবার জেলে দেয় বৈদ্যুতিক বাতি
বাতির নিচুতে ভেসে যায় কালাপানি, জাহাজের চাকা, খড়কুটো
ভেসে যায় চৈত্রের বাতাসে, শুধু শূন্য হাতে জেগে থাকে ভাগ্যরেখা
শ্যাওলার মতোই নিয়ন্ত্রণহীন পাণ্ডুলিপি জ্বলে যায় দারুণ বৈশাখে !

ভ্রমণ-পিপাসু

ভ্রমণ পিপাসু ছিলে পায়ের নিচেতে তিল, তার চিহ্ন আছে
ভ্রমণের পথ জুড়ে নূতন বন্ধুরা, শ্যামলদিগন্ত শোভা
পাহাড়ী বাঁকের দিকে এগিয়েছে, চাষীনির দেহ
মৃত্তিকাগন্ধপ্রধান, ট্রেন থেকে দেখা যায়, অজানা বাঁকের পাশে
ঘোমটার মতো রোদ, ঢাল, সান্তাল রমণী
নদীর হৃদয়ে পলি জমে আছে, ভ্রমণের ছেঁকা লাগে বুকে
শহরেও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়, শনিবারে শনিবারে
চাদরের আড়ালে তাদের বুক, বহুদিন অঘ্রানের রোদ
স্পর্শ করেনি, নধর কান্তি দেহ, মসৃণ সাবান, কেশতৈল
এসবের সমাহার আছে কিন্তু খোলস ছাড়েনি

ভ্রমণ-পিপাসু ছিলে পায়ের নিচেতে তিল, তার চিহ্ন আছে
অজস্র শাল ও অর্জুন গাছ পথের দু'পাশে ভরে আছে
এখানে চোখের দৃষ্টির পরিমাপ সহজেই করা যায়, অবশেষে
বহুদূরে নারকেল বৃক্ষের কাছে থামে, ভ্রমণের মধ্যে ছুঁয়ে ফেলো
ল্যাম্পপোষ্ট, পোড়ো বাড়ি, সারিসারি ফসলের ক্ষেত, জলাভূমি-
রমণীকে ছুঁয়ে আসো দূর পাড়াগাঁয়ে, তোমার পায়ের নিচে তিল
ভ্রমণ-পিপাসু হয়ে পড়ে থাকো দূর আন্দামানে।

মোহসঙ্গিনীকে

ও দেহ কোমল হয়ে নুয়ে পড়ে হাতে
প্রকৃত নারী চরিত্রে আমাকে জড়িয়ে থাকে
আমি তাকে সুখ ভেবে মোহসঙ্গিনীর মতো কাছে রাখি
বলি, আজীবন এইভাবে কাছে কাছে থেকো।

পুনর্জন্ম

যদি ভুল হয় অযত্ন যদিবা হয়, ক্ষমা ক'র—
যদি স্বপ্নে নেবে আসে স্থূল কড়িকাঠ, আসবাব, মানুষের
বিলাসী ছায়ারা, তবু মনে রেখো আড়ালে সে প্রকৃতই আছে, যাকে চাও
স্রোতের মতোন যাকে ভাসাও নিগূঢ় টানে—
এস্থল পৃথিবী কঠিন বাকল চায়, শস্যমুখী বাসনারা ঘুমায় নিশ্চুপে
তোমার সুঘ্রাণ থেকে, তোমার মায়ার থেকে কিছু ঢেলে জাগাও নিমেষে
ঐ লুপ্ত শস্যদের, প্রকৃতি নিজের হাতে তুলে নাও, যত্নে খাও চুমু
আত্মহত্যা-অন্ধকারে দূর পর্বতের নিবিড় সৌন্দর্য ও জ্যোৎস্নালোক তুলে ধরে
বাঁচাও আমাকে, যদি ভুল হয়, অযত্ন যদিবা হয় ক্ষমা কর
নারীদের অংশ হয়ে, তোমার মতন হয়ে, তোমার মতোই তুমি গড়ে ওঠো,
যত্নে, ধীরে, রমণীর মতো!
এখানে অজস্র হত্যা, মানুষের সারার্থের, মানুষের গভীর মায়ার
কান্নার আশ্রয় যদি হ'তে চাও রমণীর মতো হয়ে ওঠো
যদি ভুল হয়, এই পথে ছায়া ফেল পুনর্বার
যেয়োনা কোথাও। সুদূর গহনে তোমাকে এমন ক'রে খোঁজে কেউ,
কেউ আর খোঁজে?
অভিমান ব্যর্থ যদি হয়ে যায় তোমার সম্মুখে, সে তবে কোথায় যাবে
সে মানে আমিও হই, তুমি অর্থে সেও হতে পারে—
এভাবেই এই পৃথিবীতে সৌন্দর্য ও প্রকৃত সত্যেরা নিবিড় বন্ধনে চলে
সাঁকোর আড়ালে আজ তোমার ছায়ায় দাঁড়াব খানিক এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে
ভুল যদি ভুলে যাও, এই পাপমুখে তোমার গভীর চুল এলিয়ে ছড়িয়ে দাও
পুনর্জন্ম যদি হয় এই ভাবে তবু হতে পারে!

মায়াব্যবহার

জীবনে বসন্ত নেই তবু শালা কবিতায় লিখি, স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা
বারবার কবিতায় আসে, মহিলারা শরীর সর্বস্ব হয়ে ফেটে পড়ে জরায়ুর মতো
শিমুলের লালে হাওয়া দোলে, এইসব উপমাও বহু পুরনো লাগছে।
একজন কবির বিমর্ষতায় সভ্যতার কিছু এসে যায় না, সমাজতান্ত্রিক ধুঁয়ো
ভারতবর্ষের মাটি রঞ্জিত করেছে রক্তে,
তবু ঐ শব্দের আড়ালে কিছু মায়াব্যবহার আছে
হিজড়ের মতো যৌনতাহীন বোধের থেকে এসব হয়েছে, জীবনে বসন্ত নেই
—তবু শালা
কবিতায় এসে যায় মায়াবী সন্ধ্যার কাল, জাহাজের বাঁশী, ঢেউয়ের
ছলাৎ-ছলাৎ
পাড় ভাঙে, ধস্ নামে চতুর্দিকে তবু আমাদের চোখ বিস্মৃতিকে ভালবাসে
চৌরঙ্গীর লাল টিপ, ভ্যানিটি ব্যাগের সংগে ময়দানে বসে থাকে পুলিশের
টুপিকে এড়িয়ে
সংগমে ঝরে পড়ে রাতের কুয়াশা।

ভুল রমণীকে

রমণীকে বলি, একটু দাঁড়াও—
অমনি দেখি পায়ের নিচে দিবারাত্রি উধাও
কী বলবো ভুলে গেলে নেহাতই মুস্কিল
ওখান থেকে সেখান থেকে ছুটে আসবে ঢিল
এমনি ভেবে কথাগুলো নিজের মধ্যে ফেরাই
কিন্তু দেখি ইতিমধ্যে সম্মুখেতে ঘেরাও
বন্ধপথ, বন্ধপথ, চতুর্দিকে শব্দ শুধু শব্দ
রমণী আজ জব্দ করে দেখায় আমি রপ্ত !

প্রতিবিম্ব

১. সে থাকুক দূরে—
এই ডামাডোলে তাকে করবো না বের
যখন সময় হবে আসবো ঘুরে
গোপন ঘাসের ওপর কথা হবে ফের

২. আমি তার আধিপত্য নিয়ে বেঁচে আছি
আমাকে দিয়েছে সেও স্ত্রৈণের সম্মান
এবং ধরেও রাখি শক্ত করে ট্রামের হাতল
যদি সে খবর পায় বহুদিন বেঁচে নেই আমি !

৩. সে প্রকৃত জানে আমার মাতাল হয়ে ঘোরা
তবু কেন সে রাখেনি কঠিন প্রহরা ?

৪. একদিন সে এমনি করেই করে যেতো মাটি
পঠন-পাঠন এবং যোগাভ্যাস
এখন এলে দূরের থেকে দেখি
মলিন হাওয়ায় উড়ছে কার্পাস

৫. তার সংগে আমার আজীবনের আড়ি
এই কথা ভাবতে ভাবতে অলীকশূন্যে দিলুম পাড়ি
এই কথা ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে স্বচ্ছ দিঘি
পাহাড় ভেঙে মর্তে নদী
একটি জীবন কাছে থেকেও নেই তবু পাশাপাশি !

দ্বিধাগ্রস্থ

বহুকিছু হারিয়েছি, আরো পাবার আশায় মেরুদণ্ড টানটান।
এই সাধ মনে চিরদিন থাকে অবচেতনার আশ্চর্য নিয়মে।
কয়েকটি ভিজে বিকেল, মহুয়া বনের চাঁদ, নীলচুড়ি, 'সাবধানে থাকবেন—
এই গাঢ় অসুখের সময়ে,' বিষণ্ণ মুহূর্তে প্রিয় কবুতরের মতো কথা বলে
এইসব স্মৃতি, আরো কিছু পাবার আশায় মেরুদণ্ড টানটান, বহুদিন
বুকের ভেতর কোন সুসমাচার জীবিত নেই, জেনে পাঠকও দুঃখ পাবেন—
প্রেম ও শৈশব থেকে কতদূরে, স্রোতের প্রতিকূলে, তামাশায়, গুপ্ত হাওয়ায়
ভেসে গেছে আমাদের চটি, নারীকে চুম্বনের মুহূর্তে ত্রিকোণ শব্দটি মনে আসে
বুকের মধ্যের রক্তপাত শিশিরের চেয়েও পবিত্র, লুপ্ত বিষয়ের মধ্যে শুধু
এই মুক্তোটুকু চোখে পড়ে, বহুকিছু হারিয়েছি অনাঘ্রাত স্বপ্ন,
আতব চালের পিঠে
বর্ষশুরু উৎসবের দিনগুলো, এখন পরিণতির হতাশায় সমস্ত শুরুই শঙ্কান্বিত।

প্রত্যাখ্যান

যখন তুমি ফেরাও কেন চোখের পাতা কাঁপে
এই কথাটি সহজ করে বুঝতে যাবার ফাঁকে
সাগর জুড়ে তুফান এবং আততায়ীর হাতে
সঁপে দিলুম জীবনযাপন এমনি সহজভাবে
এখন পায়ের নিচে মাটি তাকে শক্ত করে আঁটি
এবং সবাই শুধু বলে লোকটা বেআক্কেলে
মদের ঘোরে খুন করেছে নিজের জিয়নকাঠি!

মেঘসুন্দর

তোমার জন্যে গল্পের পর গল্প সাজিয়ে রেখেছি আমি
মানচিত্রে দাগিয়ে রেখেছি সব ভ্রমণের স্থান, পার্বত্যসুন্দর
তোমাকে কিভাবে সুখী করি, সুখ শব্দটা ঠিক হাততালির মতো
শোনালো এসময় , তুমি বললে দেখো কী সুন্দর সূর্যাস্ত
আমি দেখলাম শুধুই কুয়াশা ; তোমার ওষ্ঠ, স্নায়ুতন্ত্র নড়ে উঠলো
অভিমানে, আমি দেখলাম মেঘ ভাসতে ভাসতে ঢুকে যাচ্ছে
মেঘের ভেতরে !

দাঁড়িয়ে রয়েছো তুমি বর্তমান, কপালে সূর্যাস্ত টিপ, নিখিলের
সৌন্দর্যপ্রিয়তা হয়ে, কাঁকন-ঝংকারে ; ও রমণী মূর্তি বেদনার, শুভ্রতার
আমি তার কতটুকু জানি—
তার প্রিয় খেলা, রোদের ভেতরে দ্রুত ক্যামেরার দিকে ছুটে যাওয়া
ভিন্ যুবকের দিকে তুলে ধরা স্মিত অহংকার, গোপন বাঁশরী—
আমি তার কতটুকু জানি !
মেঘের প্রতীক হয়ে অশ্রুরূপ হয়ে সেও কদাচিৎ থেকে গেছে
মানুষের গোপন সংসারে ।

পশম শিল্পের প্রতি

নারী কি পশম শিল্প, পশমের মতো ব্যবহারে
শীতে, সুপ্রাচীন গীতে, অলংকার ঝলসানো হাতে
অলৌকিক প্রভা, দ্যুতি, ভয় হয় শুধু ব্যবহারে
বাঁদিকে কেঁপেছে ভুরু, এইবার সর্বনাশ হবে !

তৃতীয় নয়ন

হাতের মুঠোয় হাত রেখেছে সর্বনাশী
ইচ্ছে করে সারাজীবন, অশ্রুমুখে
লতাপাতায় বিঁধিয়ে রাখি, হাতের মধ্যে
হাত রেখেছে সর্বনাশী, এলোকেশী,
মুখের মধ্যে চন্দ্রশশী, ঘোর তামাশা—
হাতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় নভোচারী
শূন্যগামী, আধেক হাওয়া আধেক আলো
মুখশ্রীটি এমন গাঢ়, মুঠো এবার আল্‌গা করো
মুঠোর মধ্যে অশ্রু জমে ঘাম হয়েছে
মদে মাতাল, এমনি বাচাল আমার স্বভাব !

মুঠো এবার আল্‌গা করো, আমি না হয় ভেসে যাবো
বসন এবার কেড়ে নেবো, হাতের মুঠোয় শরীর তোমার
শরীর যেমন ছিল তোমার এবার আমি মিলিয়ে নেবো
ইচ্ছে মতন সাজিয়ে নেবো থাবার যেমন ইচ্ছে মতো
কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে মুঠোর মধ্যে স্তনবৃন্ত
নয়ন ছিল নয়ন ছিল মুঠোর মধ্যে নয়ন ছিল !

সই

আমার যাবার কথা, সংগে যাবে কেউ
আবার আশ্বিনে এসো, দেখা হবে, সই—
এখন সময় বড় বিমুখ সেজেছে পালাগানে
সারারাত জেগে দেখা, সেইসব বাল্যে মনে পড়ে !

বোঝাপড়া

বুকের মধ্যে এখন যাবতীয় অন্ধকার এত অন্ধকার মনে হয় কুলকুচো করে আসি
পাথরের গায়ে, পাথর না নারী, সন্ত্রাস্ত জলহস্তীর তীক্ষ্ণ ভুরু,
বুকের ভেতর গাইড বলেন 'এখানে সমাধি আছে, স্বপ্নের, গাঁড়ল স্বপ্নের'
শাশ্বতী দাঁড়িয়ে আছে, শাশ্বতী দাঁড়িয়ে, গহন নিদ্রার মধ্যে বলে যায়
'শাশ্বত চিন্তার কাছে চিরদিন আমি আছি' এত বড় মিথ্যাবাদী, শুধু মাংস ও স্তনের
মেদের, পাছার সঞ্চালনে, নারীকে জলহস্তী বললে পাঠকেরও মায়া হবে
থাক তবে অন্ধকার, তবু আছে বান্ধবের চিঠি, মনলোভা প্রকৃতির কাছে বসে
নির্জন মাঠের মধ্যে, যত্নে তুলে ধরি হারমোনিয়াম, আমাদের শাশ্বতীর গান।

সমাধি যেখানে থাক, জীবনলোভীর কাছে ভ্রম বলে মনে হবে
ব্যর্থতাকে পাষণ্ডের মতো লাথি ঝেড়ে সমাধির কাছে নিয়ে যেতে হবে
প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সে কেন আমার সঙ্গেই কাটাবে চিরকাল ?
শাশ্বতীকে নিয়ে যে যুবক হেঁটে গেছে ঝলমল পৃথিবীর দিকে
তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে কাল সূর্য ওঠার আগেই

গোপন শব্দে

শব্দ হয়, শব্দ কি ভবিষ্যতের শব্দ কি ছেলেবেলার
গ্রাম্য পথে লুটোপুটি, দুপুরবেলা গাছের নিচে শুয়ে থাকা ?
আধেক রাতের জাগার ভেতর নরম হাতের ছুঁয়ে থাকা
শব্দ হয় শব্দ কি গাণ্ডীব না শিরস্ত্রাণের, মুকুট বিহীন
পরাজয়ের গোপন কথা, প্রত্যাখ্যানের সহজ পথে হাঁটতে হাঁটতে
এগিয়ে যাওয়া ? শব্দ হয় গুহার নিচের, মেঘের ভেতর
ওষ্ঠে ওষ্ঠে ছুঁয়ে ফেলা গ্রামোফোনের গানের মধ্যে ভাসতে ভাসতে
ভেসে যাওয়া, শব্দ হয়, শব্দ কি শাড়ীর প্রান্ত ছুঁয়ে ফেলা
মৌন ডাকে, অভীপ্সাতে, গহনে পথের কথা বলা ?
শব্দ হয়, শব্দ কি এমনি গোপন, বলতে বলতে থেমে যাওয়া ?

ব্যর্থতার দালাল

নরকের পাশে শুয়ে দেখি এই বাইশ বছরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই
উঠে এলোনা কয়েকটি ব্যর্থতার দালাল ঘোরাঘুরি করে চারপাশে।
আমাকে বাজিয়ে দেখে—
কয়েকটি যশের দালাল রুটির অভাবে হিংস্র জন্তুর মতো
তেড়ে আসে জানি আমি, একদিন ল্যাম্পপোস্টই এদের
আশ্রয় হবে, নরকের পাশে শুয়ে ভাবি
স্বপ্ন না জেনে স্বপ্নের শরীরে গা রাখা কতটা বেয়াদপি,
এই বাইশ বছরে কথা ছিল
কোন নারীর দেহের মধ্যে রেখে দেব ভ্রূণ,
ভ্রূণের পরিবর্তে ভ্রূকুটি সহজেই পাই—
এখন সহজে পাই হৃদয়হীনের গালাগাল,
ফুটপাথে মানুষের অসহায় মৃত্যু, এখন সহজে পাই
রঙ ও পোস্টারে আত্মপ্রচারের চিহ্ন, মন্দ নয়, মন্দ নয়,
মনে হয় কবিতা লেখার চেয়ে
লেখার বাণিজ্য বিষয়ে অধিক জ্ঞান খুব প্রয়োজন!

নরকের পাশে শুয়ে ভাবি, একদিন নারীর ভেতর হারিয়েছি কৈশোরের দিন
আজ মনে হয় একবার ডেকে বলি তাকে 'সব কিছু ভুলে গেছ?'
আমি কিছু ভুলিনা, কবে বন্যায় ভেসে গেছে বাড়িঘর, মানুষের
গৃহস্থালী, কয়টি কুকুর রক্তাক্ত যুবকদের পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে
সেই একাত্তরে
আমি জানি, প্রতিটি ক্ষতিই বুকে রেখাপাত করে গেছে,
উৎসবে পরিচিত মহিলার কথা
আজো মনে আছে, হায়, এই মনে থাকা সে কি জানে?
মানুষের চোরাবুদ্ধি দেখে এই অবেলায় ভয় জাগে,
মানুষের গোপন ফসলে বিষাক্ত পোকার চিহ্ন ছেয়ে আছে
নরকের পাশে আমি শুয়ে থাকি,
আমার পাশেই থাকে নগ্ন ছেলেবেলা!

মেধাবী শব্দ

শব্দ এখন ক্রমশ ভাবায় আমাকে ও জোঁকের মতো লেগে থাকে শরীরে
শব্দ এখন নিচু ভাষায় কথা বলে, ক্রমশ মেধাবী হয়েছে—
সে আর মূর্খ যুবক নয়, প্রতিদিন নূতন মহিলা নিয়ে পার্কে বসে থাকে
বাদামের পয়সাও মহিলাটি দেয়, ভালবাসা শব্দে তার কলহাস্য
মনুমেণ্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, শব্দ এখন স্মার্ট হয়েছে
বিদেশী সংগীত শোনে গ্রামোফোনে, টুইস্ট নাচে, ন্যাংটো হয়ে বসে থাকে
স্নানের ঘরে—

শব্দ এখন ক্রমশ ভাবায় আমাকে, দুই পা ছড়িয়ে ফুটপাথ পেচ্ছাপে
ভাসিয়ে দেয়
তার বড় অহংকার, ইউনিভার্সিটির দলিল পুড়িয়ে হা-হা হাসে, কাশে
দিনশেষে দু'প্যাক বিড়ি উধাও, শব্দ জীবিকা বিষয়ে ভাবেনা, এজন্য
বাপের হোটেল আছে কিংবা যন্ত্রণা শব্দকে কোনদিন ছুঁতেই পারে না
পোড়খাওয়া মানুষের মতো চুল-দাড়ি সমেত স্টলে স্টলে ঘুরে বেড়ায়—

ত্রিসংসার জ্বলে যায়

যেতে চাও অবেলায়, ত্রস্ত পায়ে অন্তিম বিদায়
পিছুটানে মনে পড়ে নীলচুড়ি, রমণীর চোখ
দিয়েছে তোমাকে কিছু, এই ঋণ সঙ্গে নিয়ে তুমি
হেঁটে যাও কিছুকাল, মনে কর দহন বেলায়
সেই রমণীর কাছে পৃথিবীর স্নিগ্ধ নীড়, যাও।

রমণী দু'চোখে আজ ছড়িয়েছে তৃপ্ত বিষণ্নতা
তোমার বাহুর কাছে রেখেছে সে শস্য-ফসলতা
তোমার বেড়েছে নিদ্রা, অভিভূত ঘুমে
ত্রিসংসার জ্বলে যায়, বৃথা অন্বেষণে!

যদি যাও, যেতে যদি চাও

সে এখন হেঁটে যায়, হেঁটে যায় এই ভরদুপুরে গ্রাম ও সাঁকোর নির্জনতায়
ঝোলায় পাটালিমুড়ি, গলায় তুলসীমালা, বাহুতে তাবিজ—
রদ্দুর তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বিকেলের পাশে দাঁড়ায়
বাস্তবিক সে তৃষ্ণার্ত, পুকুরের ঘোলাজলের আঁজলা ভরে নিতে নিতে
আকাশের প্রান্তে জমা মেঘ দেখে ; জলের মধ্যে নূপুরশব্দ,
চুড়িশব্দ, লালপেড়ে শাড়ী, প্রতিবিম্ব হয়ে তার চোখের নিচে জীবন্ত
মশালের মতো নেবে আসে, ছিঁড়ে নেয় তুলসীর মালা, মুড়ির পোটলা
ছুঁড়ে ফেলে দূরে, তাজ্জব কিলের শব্দে সে পেছন ফিরে দেখে
মেঘের বাহার, চাহনি বিদ্যুৎ, কে সে ? শৈশবের বন্দী তারা,
সাঁকোর পারের সজল চাহনি, বিদায়ের ত্রাস "যদি যাও, যেতে যদি চাও,
এজন্মে এসোনা আর" বলে সে রহস্যঅশ্রু, কান্নাশব্দ, হাহাকার
একদিন তার পিছু ছুটে গেছে গ্রাম সীমানায়, যার সাক্ষী
সেদিনও ছিল কি মেঘ, বজ্রপাত ছিল, ছিল কি বিরল দুপুরের
রোঁয়া ওঠা দীর্ঘশ্বাস, রাজহাঁস, বন্ধ্যাদিঘি, বেড়ালের ডাক
এইসব মনে পড়ে গেল, কেন মনে পড়ে গেল এত দীর্ঘদিন পর !
এইখানে ফিরে এল, কেন সে আবার এল এতদিন পর !
অভ্যর্থনাহীন, একান্ত গোপন তার অভিসন্ধি ছিল পরাণের মাকে দেখে যাওয়া
আজ এই অশ্রু-চুম্বনের হাওয়া, গভীর চোখের কথা বলা, চাপা ঠোঁটে অভিমান
বিজলি কিরণ, নব অন্বেষণে ভরে দিল সৃজনের কাল
সাক্ষী ছিল কাঠ বেড়াল ও পুকুরের পাড়ে বুনো লতাপাতা।

মেঘসঙ্গী

আমাকে বিরহে রেখে সে কি খুব সুখে আছে—
ওগো মেঘ, জলীয় বাষ্পের কণা চলো দেখে আসি
সোনার মেয়েটি কেন চুপচাপ বসে আছে
পাড়াগাঁর মাঠে !

চোখ

প্রিয় চোখ, তোমার গভীরে আজ যে ময়ূরী খেলা করে, তাকে তুমি
পেয়েছো সহসা
উদ্‌ভ্রান্ত শিখরে এসে, যেন সে নিজস্ব তোমারই, বিরহের প্রতিরূপ হয়ে
তোমার বাহুতে আজ অশ্রুপাত করে, মেঘের আড়াল থেকে এই দৃশ্যে
হেসে ওঠে মেঘ, তোমার সুখের শেষ, তোমার ক্লান্তির শেষ এই শব্দে
মেঘের উচ্ছ্বাস সহসা বৃষ্টিকে আনে

তুমি আজ পরিত্যক্ত ভবঘুরে-ভবনের থেকে। তোমাকে চেনেনা আজ
অইসব ক্লিষ্ট মুখ, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, কামুক ও মদ্যপ, তোমার সুখের চিহ্ন
অস্পৃশ্যতা বয়ে আনে শিক্ষিতসমাজে।

তোমার পায়ের নিচে খেলা করে জলভরা নদী, নদীতে স্রোতের টান
ভিন দেশে টেনে নেয়; পুরনো দৃশ্যেরা সব অবাস্তব হয়ে যায়
তোমার বাহুতে আজ শস্যচিহ্ন ভরে ওঠে, মায়াবী ফাগুনে তুমি ঘর বাঁধো
পাহাড়তলীতে। সেখানে ময়ূরী নাচে,
নিয়ন আলোতে বড় স্বপ্নহীন হয়ে ওঠে তোমার দুচোখ!

ফটোগ্রাফ

লাইব্রেরীর করিডোরে আজও সন্ধ্যা নামে
তোমার অবনত রক্তিম গালে, একান্ত আত্মমগ্ন!
আমি আপন ভীরুতায় দর্পণে রূপ দেখি
তোমার আমার, যথার্থ প্রত্যাখ্যানে এ সন্ধ্যা
নির্মম হতে পারে—

সন্ধ্যা এসেছে কি চোখে চোখে, এলোমেলো চুলে'কিংবা
দক্ষিণের মাঠে হাওয়ায় হাওয়ায় পাখীদের
পালকে পালকে?
কী এমন মুগ্ধতায় বই পড়ি অনিমেষ চোখে!

মানুষের সাথে

বহুদিন রয়েছো এ পথজুড়ে পৃথিবীর নারীদের মতো—
নারীদের মতো কে সে ? বারান্দার টবে, সাজানো গাছপালায়
মানুষের মেধাবী সংসার, ঝিনুকের চাকচিকা, মণিমাণিক্যস্মৃতি
শুধু স্মৃতি বয়ে নির্বোধ দিনগুলো হাঁটি !

হেঁটে যাই বেলাভূমি ধরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগে যাবে নাকি
নিয়ে যাবে সংকেতের দিকে ; সে কোন্ সংকেত ?
প্রারম্ভে মানুষের দূরে থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের কাছাকাছি ?
এ নয় প্রস্তুতি, পুঁথিগত জ্ঞান শুধু, নয় উড়োজাহাজের প্রতি
হাতের নিশান ছুঁড়ে দেওয়া, লাইটারে সিগ্রেট ধরানো
বহুদূর হেঁটে যাওয়া মানুষেরই সাথে ক্রান্তিকালে, দুঃখে-অসময়ে।

ঝিনুক

শুধুই বাহির দেখো, ভেতরে যে যত্ন আছে তাকে
সম্মান কর না কোন, দেখো কোন্ শাশ্বত শিল্পের চিহ্ন
লেগে আছে গোপন ললাটে, যদি সে প্রশ্রয় পায়
অন্ধকার থেকে ফেরাবে বিদ্যুৎরেখা, ছালচর্ম ছিঁড়ে
দেখাবে স্রোতের বেগ, কতদূর ভাসাবে সে
স্বপ্ন তাকে বলে গেছে একদিন স্বপ্নের শুরুতে !

শুধুই বাহির দেখো, ভাঙো, ভেঙে ফেলো ঝিনুক, বেদানা—
যা কিছু রয়েছে নিচে, যত্নে তুলে দেখো এরা
পরিচিত কিনা, শরীর জেনেছে ক্ষুধা, শরীর চায়নি এর বেশী
কী যেন তোমাকে চায় ভেবে দেখো, কবিত্বের চেয়ে তা কি
আরও বেশী শক্তিশালী নয় ! যে তোমার একান্ত আপন
তাকে কাছে ডাকো, বসাও নিকটে।

কুসুম

ঘুমের মধ্যে আজো আছে আজো আছে তেমনি জেগে
নীল সমুদ্রে ঢেউ উঠলে উথাল পাথাল যেমন দোলে
মদ না মধু পাচ্ছি তবু ধার করা এই সন্ধ্যেবেলা
আমার কাছে স্বপ্ন এখন মরীচিকার স্তব্ধ হাওয়া।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি জিনিস মরণবিহীন
মাটির গায়ে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা এমনি প্রাচীন
আমরা দু'জন, দুপুরবেলা ঘাট নির্জন, তন্বী মেয়ের ডাগর ডোগর
চোখের খেলা, দূরের থেকে দেখছে হাওয়া এখন আমি
সংযমহীন, শরীর থেকে তুলে নেব উষ্ণগরল, অমরসুধা
কী প্রত্যাশা এমন ছিল চোখ তুললে অমনি বাঁধা
ছিনিয়ে নেব ছিনিয়ে নেব কুসুমসম অই দুটি আঁখ।

এবার তুমি স্তব্ধ দাঁড়াও

এবার তুমি স্তব্ধ দাঁড়াও হাতের আঙুল
বুকের থেকে নাবিয়ে আনো সুগন্ধিফুল কিংবা শিমুল
আর যদি ভুল করেই থাক সামর্থ্যহীন প্রয়াস শুধু একটি বার দেখো ফিরে
অন্ধকারকে কেমন লাগে, পায়ের নিচে চোরাবালি বুঝতে কেন
দেরী এত?

ফিরে তাকাও, বিকেল এখন পাখীর ডানায় মিশে গেল সন্ধ্যে এলো
নারীর দেহে হাত রাখলো তরুণ যুবক, ঘটনাটা ইয়া বড় মন চাই না দেহ বড়
বোঝাই ভার, এবার তুমি স্তব্ধ দাঁড়াও হাতের আঙুল, সূর্যাস্ত না রাঙা শিমুল
ছড়িয়ে আছে আকাশময়, আঙুল তোমার এত সংশয় খরার দিন বৃষ্টির ভয়
যেমন মানায়, তাকিয়ে দেখো ঝড়ের মধ্যে দুলছে কেমন বনলতা
তোমার জীবন এমনতর দোদুল্যমান অভিলাষে।

কোথায়

আমি কোথায় উপুড় করে দিই ভালবাসা—
তাজা সবুজ ও রসালো ফলের খোঁজে আমি দোকানে
খোঁজ রাখি
আমার যোগ্যতার ন্যূনতম মূল্যবোধ—
তড়িৎ গতির জন্য কত কি পেছনে পড়ে রইল
মন্থরতায় আমি কত পেছনে।
প্রত্যেকটা গতির পেছনে কিছু শব্দ জমা হয়ে থাকে
ভিক্ষার পাত্রে পয়সা দেওয়ার শব্দ, অরণ্যের শব্দ এবং
প্রবহমানতায় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।

মৃত্যুর মুখ নিয়ে কেশে ওঠে মানুষ
জীবনের গান নিয়ে ফিরে যায় পাখি
আমি নিয়মিত খোঁজ রাখি ইন্টারভিউর কোথায় কি
নূতন কবিতার বই—
আমাকে চমক দিয়ে প্রতিদিন এক একটা ফুল পরিপূর্ণ
হয়ে ওঠে
পেছনে তাকালেই যেন বয়েস বেড়ে যায়
অসংখ্য মান অভিমান অভিবাদন অতীতের রূপসজ্জা।

আমি তোমায় এমন কি দিতে পারি যা
বাসনার অধিক—
আমিও অলীক কিছু আশা করি না। অথচ শূন্যতায় মিলে মিশে
অনন্ত গহ্বর সৃষ্টি করা। অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার বীজ।
যেমন অপার ঔৎসুক্যে দূর হতে নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে দেখে
কখনও বিকেল সকালের পূর্ণতা পায় ভোর হয়ে ওঠে
রক্তের শিশির
দু'হাতে অসংখ্য শব্দ ঠেলে প্রকৃত ভালবাসায়
কিছুতেই যেন আমরা পৌঁছতে পারছি না।

পাঠকসমাজ

মাথার মধ্যে এত শূন্যতা দেখে ভয় করে সারা সকাল অতিবাহিত হল
শব্দের খেলায়।

এক মূর্খ অনুভূতি, কবিতা লিখে আমি সম্রাট হব। আমার কথা শুনতে পেলে
কৃষ্ণচূড়াও হেসে উঠতো, আর জয়শ্রী তো হাসবেই সে আমাকে বারবার
নিষেধ করেছে

অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় বসেছে, শকুনির কথা আপাতত স্থগিত রাখলে
পাঠকের অসুবিধে হবে না আশা করি, তাই তো, নিজের কথা বলতে গিয়ে
মহাভারত টেনে আনা কেন!

নিজের কথা বলতে গিয়ে সারা সকাল কোকিল ডাকবে, শ্রাবণ আসবে
আকাশ ফুঁড়ে

এরকম তো খুবই হয় এবার না হয় অন্যকিছু নিয়ে আসি,
সারা সকাল মেঘলা গেলো

দুপুরবেলা বেড়াল ডাকলো, জয়শ্রীর ঘরে অবিনাশ ঢুকলো,
ব্যাস এরপর তো বোঝাই যাচ্ছে

অবিনাশের বউকে আমিও টেনে চুমু খেলাম, চুমু নাকি স্বর্গ-টর্গ পাঠক দেখুন
আবার অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে না তো!

এখানেই থামতে পারলে ভালো হতো

পাঠকসমাজ এতক্ষণে নিশ্চয় বিরক্ত,
অনেকে প্রায়ই পেটের গোলমালে ভুগছেন

আর র‍্যাশনে যা চালের হাল, ওঃ থাক, শব্দ এখন সমাজতান্ত্রিক হয়েই ছাড়বে
ভিখিরিদের স্লোগান খাওয়াবে, জেলের মধ্যে গুলি করবে, ওঃ শব্দ আর না
এবার আমায় ঘুম পাড়াও!